The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Special Volume-7 on **Issues Around Pedagogy: Teaching-Learning Strategies in Arts & Humanities for the 21st Century**, **3rd International Conference**, 25-26 June 2025, ISSN 1813-0402

ইলখানি যুগে (১২৫৬-১৩৫৩ খ্রি.) ফারসি গদ্যে ইতিহাস চর্চা

[Practice of History in Persian Prose during the Ilkhanid Period (1256-1353 A.D.)]

Dr. Md. Osman Goni
Professor, Department of Persian Language & Literature, University of Rajshahi-6205, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Special Volume-7
ISSN: 1813-0402 (Print)

Received : 10 February 2025
Received in revised: 30 April 2025
Accepted: 16 March 2025
Published: 25 October 2025

Keywords:

Practices of Histories, Ilkhanid period, Persian Prose, Tarikhe Jahangushaye Juwayni, Tarikhe Wassaf, Jamiut Tawarikh, Tarikhe Guzideh, Nuzhatul Qulub, Tabaqate Nasiri, Tarikhe Yameni, Nezamut Tawarikh, Tarikhe Banakuti.

ABSTRACT

Prose is the major genre of a literature. Persian prose literature was developed during the Ilkhanid period (1256-1353 A.D.). Specifically, the very rulers played a pioneering role in this regard. The compilation of histories of the world took an upper hand under the direct patronization of these rulers. The most prominent history works in this era are *Tarikhe Jahangushaye Juwayni*, *Tarikhe Wassaf*, *Jamiut Tawarikh*, *Tarikhe Guzideh*, *Nuzhatul Qulub*, *Tabaqate Nasiri*, *Tarikhe Yameni*, *Nezamut Tawarikh*, *Tarikhe Banakuti* etc. Various dimensions of history have been elaborately covered in the books written in this age. Histories starting from the creation of the earth, the creation of Adam (AS) till the last prophet (SW), his companions and his caliphs and also the ancient kings and emperors have been included in the history books of this time. Some books also presented the history of this era according to the rise and fall of certain clans and dynasties. These history books also include the histories of Safari, Samani, Sasani, Guri, Dailami, Gaznabi, Salzuki, Khawarezmi and Ikhlani rulers. Most importantly, the books include the significant histories of the Chengis Khan and his inheritors, the manners and life styles of the Mongols, the histories of the Khawarzmi rulers, the histories of Halaku Khan and his inheritors and the victory of Bagdad to Gazan Khan. A very informative discussions have been presented in this article about the practice of history in Persian Prose literature during the Ilkhanid period (1256-1353 A.D.)

ভূমিকা

ইলখানি রাজবংশ (১২৫৬-১৩৫৩ খ্রি.) মূলত মোঙ্গল জাতির একটি শাখা। ফারসি সাহিত্যের ইতিহাসে এ বংশ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে। এ যুগে একদিকে যেমন ধ্বংসযজ্ঞ সাধিত হয়েছে, তেমনি ধ্বংসের মধ্যেও ফারসি সাহিত্যকর্ম রচিত হয়েছে। ইলখানি যুগে শুধু যে কাব্যচর্চা হয়েছে তা নয়, বরং গদ্যচর্চাও হয়েছে উল্লেখ করার মতো। এ যুগে রচিত গদ্য গ্রন্থগুলোর মধ্যে বেশির ভাগই ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ। এ যুগে রচিত উল্লেখযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থগুলো হলো- *তারিখে জাহানগুশায়ে জুইয়েনি*, *তারিখে ওয়াসসাফ*, *জামিউত তাওয়ারিখ*, *তারিখে গুযিদে*, *নুজহাতুল কুলুব*, *তাবাকাতে নাসিরি*, *তারিখে ইয়ামেনি*, *নেজামুত তাওয়ারিখ*, *তারিখে বানাকুতি* ইত্যাদি। এ যুগে রচিত ইতিহাস গ্রন্থগুলোতে ইতিহাসের বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হয়েছে। পৃথিবী ও আদম আ. সৃষ্টি থেকে শুরু করে শেষ নবী সা. পর্যন্ত ধারাবাহিক ইতিহাস, প্রাচীন কালের রাজা-বাদশাহদের ইতিহাস, খোলাফায়ে রাশেদিনের ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে। কোনো কোনো গ্রন্থে যুগ বা বংশভিত্তিক ইতিহাস যেমন- সাফারি, সামানি, সাসানি, ঘুরি, দাইলামি, গাযনাবি, সালজুকি, খাওয়ারেজমি ও ইলখানি শাসকদের ইতিহাস। ইলখানি যুগে রচিত ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলো আজও ইতিহাসের প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে ইতিহাসের তথ্যানুসন্ধানীদের কাছে সমাদৃত।

তারিখে জাহানগুশায়ে জুইয়েনি (تاریخ جهانگشای جوینی)

আলাউদ্দীন আতা মালিক জুইয়েনি (মৃ. ১২৮৩ খ্রি.) এ গ্রন্থটি রচনা করেন। তিন খণ্ডে সমাপ্ত এই গ্রন্থে চেঙ্গিস খান ও তার উত্তরাধিকারীদের গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম খণ্ডে মোঙ্গলদের রীতি-নীতি, চেঙ্গিস খান ও তার উত্তরাধিকারীদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে ইরানের খাওয়ারিযমশাহী বাদশাহদের বর্ণনা করা হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে ইসমাঈলীদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে।[১] এ গ্রন্থটি ১২৬০ খ্রিস্টাব্দে সমাপ্ত করা হয়েছে। এ গ্রন্থের বিষয় ও রচনাকাল সম্পর্কে Tanwir Ahmad বলেছেন,

> The book which was completed in 1260 A.D. consists of three volumes. It deals with the biographies, manners and characters of the Mongols particularly of Changiz Khan. It also relates the histories of the Khawarizm Shahs and the Ismailis. It served as a source book for many histories written later on.[২]

তারিখে জাহানগুশা গ্রন্থটি ফারসি ভাষার পুরাতন গদ্যরীতিকে বাদ দিয়ে নতুন রীতিতে রচনা করা হয়েছে। এতে আরবি এবং সমার্থবোধক শব্দের প্রচুর ব্যবহার রয়েছে। যে বক্তব্য এক বাক্যে বলা যেত, তা কয়েক বাক্যে বলা হয়েছে। কোথাও কোথাও কুরআন-হাদীস এবং আরবি-ফারসি পংক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। তারিখে জাহানগুশার বাক্য কোথাও জটিল, কোথাও বা খুবই সহজ -সরল ও গতিশীল।[৩]

তারিখে ওয়াস্‌সাফ (تاريخ وصاف)

এটি ইলখানি যুগের একটি প্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থ। আদিব শাহাবুদ্দিন আবদুল্লাহ বিন ফজলুল্লাহ শিরাযি এ গ্রন্থ রচনা করেন। যিনি ওয়াস্‌সাফ নামে সমধিক প্রসিদ্ধ।[৪] ওয়াস্‌সাফ ৬৬৩ হিজরী মোতাবেক ১২৬৪ খ্রিস্টাব্দে শিরাযে জন্মগ্রহণ করেন। লেখাপড়াও করেন শিরাযে। গাযান খান ও উলজাইতুর মন্ত্রী রশীদুদ্দীন ফজলুল্লাহ তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা করেন এবং তাঁকে একজন ইতিহাসবিদ হিসেবে দরবারে স্থান দেন। আদিব শাহাবুদ্দিন আবদুল্লাহ এখানে বসেই তারিখে ওয়াসসাফ গ্রন্থটি ১৩১১ খ্রিস্টাব্দে রচনা করেন।[৫] পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত তারিখে ওয়াস্‌সাফ গ্রন্থে হালাকু খান ও তাঁর উত্তরাধীকারীদের ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থে ৬৫৬ হিজরী মোতাবেক ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৭২৮ হিজরী মোতাবেক ১৩৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ বাগদাদ বিজয় থেকে আবু সাঈদের শাসনকাল পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে।[৬]

আদিব শাহাবুদ্দিন আবদুল্লাহ বিন ফজলুল্লাহ শিরাযি ১৩০২ খ্রিস্টাব্দে (৭০২ হি.) বইটির প্রথম খণ্ড রচনা করে গাজান খানের খেদমতে পেশ করেন। ১৩১১ খ্রিস্টাব্দে (৭১২ হি.) বাকী খণ্ডগুলো রচনা করে উলজাইতু খোদাবান্দের হাতে তুলে দেন। *তারিখে ওয়াসসাফ*, *তারিখে জাহানগুশার* রচনা পদ্ধতিতে লেখা হয়েছে। তবে গুণগত মানে তা জাহানগুশাকে ছাড়িয়ে গেছে। কেননা *তারিখে ওয়াসসাফ* গ্রন্থে প্রচুর পরিমাণে আরবি বাক্য ও পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। আরবি পরিভাষা তারিখে ওয়াস্‌সাফের গদ্যকে সম্মৃদ্ধ করেছে। ফলে এর বর্ণনা বেশ জটিল ও কঠিন আকার ধারণ করেছে। এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু ইতিহাস হলেও এতে উঁচুমানের বালাগাত ও ফাসাহাত ব্যবহার করা হয়েছে। এক কথায় বলা যায়, হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীতে যে নতুন গদ্যরীতি শুরু হয়েছে তা এ গ্রন্থের মাধ্যমে চূড়ান্ত পর্যায় পৌঁছতে সক্ষম হয়।[৭]

জামিউত্ তাওয়ারিখ (جامع التواريخ)

রশীদুদ্দিন ফজলুল্লাহ হামাদানি রচিত *জামিউত তাওয়ারিখ* বিশ্ব ঘটনাবলির এক গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস গ্রন্থ। এই গ্রন্থকে ইলখানি যুগের বিরাট ঐতিহাসিক অবদান বলে মনে করা হয়।[৮] রশীদুদ্দিন ১২৪৭ খ্রিস্টাব্দে (৬৪৫ হি.) হামাদানে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানেই তিনি হাদীস, ফেকাহ, দর্শন এবং চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা লাভ করেন। চিকিৎসা বিদ্যা অর্জনের কারণে তিনি গাযানের দরবারে নিয়োগ পান। বিদ্যা-বুদ্ধি দিয়ে অতি দ্রুত উন্নতি লাভ করেন এবং অবশেষে গাজান খানের প্রধান মন্ত্রী পদে সমাসীন হন। এ সম্পর্কে তানভীর আহমদ বলেছেন– He was prime Minister in the court of Ghazan Khan.[৯]

গাজান খানের ইতিহাসের প্রতি বেশ ঝোঁক ছিল। তার ইচ্ছা ছিলো ইরান থেকে ইলখানিদের রাজত্ব চলে গেলেও তাদের মনীষীদের ইতিহাস যেন স্মৃতি হিসেবে অক্ষত থাকে। তাই তিনি রশীদুদ্দিন ফজলুল্লাহকে ইতিহাস রচনার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন।[১০] কিন্তু ইলখানিদের ইতিহাস রচনা খুব সহজ কাজ ছিল না। এ জন্য তাদের 'ইগুরী' (ایغوری) ভাষা এবং আচার আচরণ জানা অপরিহার্য ছিল। ঘটনাক্রমে তৎকালীন ইরানি ও তাতারিদের মাঝে পারস্পরিক সম্প্রীতির কারণে একদিকে যেমন তাতার অঞ্চলে ফারসি ভাষা প্রসার লাভ করে, ঠিক তেমনি পারস্য অঞ্চলেও ইগুরী ভাষার চর্চা শুরু হয়। সে সময় শাসকদের ভাষা ছিল ইগুরী। এ কারণে সাধারণ জনগণও বেশ আগ্রহের সাথে ইগুরী ভাষা শিখতে শুরু করে। সুতরাং রশীদুদ্দিনও এই ভাষা রপ্ত করেন। এছাড়া চীনা পণ্ডিতদের অনেকেই ইলখানি দরবারে আসা যাওয়া করতেন। চীনা পণ্ডিত পোলাদ চাং সাং ইলখানি দরবারে চীনের রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। রশীদুদ্দিন তাঁর কাছ থেকেও ভাষা ও ইতিহাসের তথ্য উপাত্ত আহরণে বেশ উপকৃত হন। অবশেষে তাতার জাতির শুরু থেকে চেঙ্গিস খানও তাঁর স্থলাভিষিক্ত পর্যন্ত এবং হালাকু খান থেকে নিয়ে গাজান খান পর্যন্ত ইতিহাস রচনা করেন। যার নাম রাখা হয় *তারিখে গাজানি*। এই গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত না হতেই উলজাইতু খোদাবান্দ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি রশীদুদ্দিনকে অনুরোধ করলেন, এই গ্রন্থে সমকালীন অন্যান্য গোত্রের ইতিহাস, মোঙ্গল ও তাদের মিত্রদেশের ভৌগলিক সীমারেখাও যেন অন্তর্ভূক্ত করা হয়। রশীদুদ্দিন মন্ত্রণালয়ের কাজের পাশাপাশি ইতিহাস ও ভৌগলিক সীমারেখার রচনা অব্যাহত রাখেন। পরিশেষে তিনি ইলখানি দরবারে অবস্থানরত চৈনিক, তিব্বতি এবং ইহুদী পণ্ডিতদের সহায়তায় তারিখে গাজানকে সম্প্রসারিত করে একটি প্রাঞ্জল ভাষাসমৃদ্ধ সাহিত্যমণ্ডিত গ্রন্থ রচনা করেন। ১৩১৪ খ্রিস্টাব্দে (৭১০ হি.) রচিত এই গ্রন্থের নাম রাখা হয় *জামিউত্ তাওয়ারিখ*।[১১]

জামিউত্ তাওয়ারিখ রচনাকালীন আলী শাহ নামে এক ব্যক্তি রশীদুদ্দিন ফজলুল্লাহর বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র শুরু করে। রশীদুদ্দিনের নামে নানান মিথ্যা অভিযোগ-অপবাদ উত্থাপন করা হয়। কিন্তু উলজাইতুর দরবারে রশীদুদ্দিনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে সফল হতে পারেনি। কিন্তু আবু সাঈদ সিংহাসনে আরোহন করার পর আলী শাহ তার ষড়যন্ত্রে সফল হয়। ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে রশীদুদ্দিন শুধু মন্ত্রীত্ব হারান না, বরং সত্তর বছর বয়সে পুত্র ইব্রাহীমসহ গাজান খানকে বিষ

খাওয়ানোর অভিযোগে ১৩২২ খ্রিস্টাব্দে (৭১৮ হি.) মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। তার সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। তার আত্মীয় স্বজন, বন্ধু- বান্ধবকে খুঁজে খুঁজে বের করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। রশীদুদ্দিনের নামে প্রতিষ্ঠিত 'রুব্‌য়ে রশীদি' শহরকে ধ্বংস করা হয়।[১২]

জামিউত তাওয়ারিখ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে আম্বিয়ায়ে কেরাম থেকে নিয়ে ইলখানি খেলাফতের শেষ পর্যন্ত অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। মালেকুশ শুয়ারা বাহার লিখেছেন, *জামিউত তাওয়ারিখের* প্রথম খণ্ডের কিছু অংশ তৈমুরি যুগে নষ্ট হয়ে গেছে। পরবর্তীতে বায়সানফার মির্জার আদেশে হাফেজ আবরদ এটাকে পুনঃবিন্যাস করেন। এছাড়া তিনি একটি পরিশিষ্টও লিখেন। পুনঃবিন্যস্ত অংশ ও পরিশিষ্টকে একত্রে *যুবদাতুত্ তাওয়ারিখ* নামে নামকরণ করা হয়।[১৩] এ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে সাসানি, দাইলামি, গাযনবি এবং সালজুকিদের ইতিহাস রচনা করা হয়েছে। এরপর *তারিখে জাহানগুশায়ে জুয়েনি* স্নারা প্রভাবিত হয়ে খাওয়ারিজম শাহের ইতিহাস লেখা হয়েছে। তারপরের অংশে তুর্কী ও তাতারীদের ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে। একটি অধ্যায়ে বনী ইসরাইল, রোম ও হিন্দুস্তানের ঐতিহাসিক ঘটনাবলিও বর্ণনা করা হয়েছে। জামিউত তাওয়ারিখের এ অংশের নাম তারিখে গাজানি। জামিউত তাওয়ারিখের গদ্যরীতি বেশ সহজ ও সরল। রশীদুদ্দিন অন্য কোথাও থেকে তথ্য উদ্ধৃত করলেও সেগুলোকে সহজভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন।[১৪]

তারিখে গুযীদে (تاریخ گزیدہ)

হামদুল্লাহ মাসতূফি এ ইতিহাস গ্রন্থটি ১৩২৯ খ্রিস্টাব্দে (৭৩০ হি.) রচনা করেছেন। গ্রন্থটি রশীদুদ্দিন ফজলুল্লাহর পুত্র গিয়াস উদ্দীন মুহাম্মদের নামে উৎসর্গ করেন।[১৫] *তারিখে গুযীদে* গ্রন্থটিতে একটি ভূমিকা, ৬টি অধ্যায় এবং ১টি উপসংহার রয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ে একাধিক পরিচ্ছেদ রয়েছে। হামাদুল্লাহ মাসতূফি ভূমিকাতে পৃথিবী সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। প্রথম অধ্যায়ে নবীদের কথা আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রাগৈতিহাসিক বাদশাহদের আলোচনা এবং তৃতীয় অধ্যায়ে রাসূলুল্লাহ সা. এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের ইতিহাস আলোচনা করেছেন। চতুর্থ অধ্যায়ে সাফ্‌ফারি, সামানি, গাযনবি, ঘুরি, দাইলামি, সালজুকি এবং অন্যান্য ইসলামি হুকুমতের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। পঞ্চম অধ্যায়ে ইমাম, মুজতাহিদ, মুহাদ্দিস, সুফি এবং কবিদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ষষ্ঠ অধ্যায়ে কাযবীনের ইতিহাস ও ভৌগলিক অবস্থা সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। উপসংহারে বিভিন্ন নসবনামা উল্লেখ করেছেন।[১৬]

তারিখে গুযীদে গ্রন্থটি অত্যন্ত সহজ-সরল ভাষায় ও আকর্ষণীয় করে লেখা হয়েছে। গ্রন্থকার হামাদুল্লাহ মাসতুফি ১৩৩৫ খ্রিস্টাব্দে অপর একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ *যাফর নামে* মহাকবি ফেরদৌসীর *শাহনামা* কাব্যের অনুকরনে লিখে ছিলেন।[১৭]

নুজহাতুল কুলুব (نزهة القلوب)

হামাদুল্লাহ মাসতূফি ভূগোল শাস্ত্রের উপর *নুজহাতুল কুলুব* নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। যা ১৩৪০ খ্রিস্টাব্দে (৭৪০ হি.) লেখা হয়।[১৮] নুজহাতুল কুলুবে একটি ভূমিকা, তিনটি প্রবন্ধ এবং একটি উপসংহার রয়েছে। গ্রন্থটির শুরুতে আকাশ, পৃথিবী ও আদম আ.-এর সৃষ্টির বর্ণনা রয়েছে। এরপর আরব ও বাইতুল মুকাদ্দাস এলাকার বরকতময় স্থানের বর্ণনা রয়েছে। অতঃপর ইরান, মেসোপটেমিয়া এবং এশিয়া মাইনরের ভৌগলিক অবস্থানসমূহ আলোচনা করা হয়েছে। অবশেষে ইরানের ঐ সব সীমান্ত এলাকার বর্ণনা রয়েছে, যা লেখকের সময়কালে ইরানের অন্তর্ভূক্ত ছিল। উপসংহারে বিস্ময়কর ঘটনাবলি উল্লেখ করা হয়েছে।[১৯] এ গ্রন্থ সম্পর্কে Joel Waiz Lal বলেছেন, Nuzhat-ul-Qulub is a celebrated work on geography and natural history. [২০]

তাবাকাতে নাসিরি (طبقات ناصری)

ইতিহাসের এই গ্রন্থটি আবু উমর মিনহাজুদ্দিন উসমান বিন সিরাজুদ্দিন জুযেজানি রচনা করেছেন। মিনহাজুদ্দিন ১১৯৩ খ্রিস্টাব্দে (৫৮৯ হি.) জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্যার্জনের পরে তিনি ঘুরীদের দরবারে স্থান করে নেন। তাতারিদের আক্রমণের সময় তিনি ঘুরী সাম্রাজ্যের গভর্নর নাসীরুদ্দিন কাবাচের খেদমতে উপস্থিত হন। কাবাচেকে শামসুদ্দিন ইলতুতমিশ পরাজিত করলে উফী ও অন্যান্যদের সাথে মিনহাজুদ্দিন ইলতুতমিশের দরবারমুখী হন। এখানে তাদের বেশ কদর করা হয়। মিনহাজুদ্দিন এই ইলতুতমিশের দরবারেই ১২৫৯ খ্রিস্টাব্দে (৬৫৮ হি.) তাবাকাতে নাসিরি রচনা করেন এবং ইলতুতমিশের পুত্র নাসিরুদ্দিন আহমদের নামে উৎসর্গ করেন।[২১]

তাবাকাতে নাসিরীতে ২৩টি অধ্যায় রয়েছে। অধ্যায়গুলোকে তাবাকাত শব্দ দিয়ে প্রকাশ করায় গ্রন্থের নাম *তাবাকাতে নাসিরি* নামকরণ করা হয়েছে। এ গ্রন্থে ভারতবর্ষের সুলতানদের ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে। তবে প্রসঙ্গক্রমে গাযনবি ও মোঙ্গল যুগের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলিও এতে স্থান পেয়েছে। *তাবাকাতে নাসিরিকে* ঘুরি, গাযনবি, খাওয়ারিযমশাহি ও তাতারি শাসকদের ইতিহাস নিয়ে রচিত নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহের সমকক্ষ মনে করা হয়।[২২] মিনহাজুদ্দিন সমকালীন সাহিত্যিকদের রীতি অনুসরণ করেননি। বরং তিনি তাদের বিপরীতে অত্যন্ত সহজ-সরল ভাষায় এই ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার গদ্য রীতিতে শতবর্ষ পূর্বের গদ্যরীতির নমুনা দেখা যায়। বাস্তব কথা হলো মিনহাজ *তাবাকাতে নাসিরীর* মাধ্যমে সহজ-সরল গদ্যরীতি রচনা করে আগামী দিনের গদ্যের জন্য এক নতুন পথ উন্মোচন করে দিয়েছেন।[২৩]

তারিখে ইয়ামেনি (تاريخ يمينى)

এই গ্রন্থে সাবুক্তাগীন ও সুলতান মাহমুদ গাযনাবীর ইতিহাস রচনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থ মূলত আবু নাসর আতাবি আরবিতে রচনা করেন। কিন্তু আবু শারফ্ নাসেহ গুলপায়েগানি হিজরী সপ্তম শতাব্দী মোতাবেক খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে ফারসিতে অনুবাদ করেন। সুলতান মাহমুদের সমকালীন ইতিহাস গ্রন্থসমূহের মধ্যে এই গ্রন্থটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।[২৪] ইউরোপে এ গ্রন্থটির বেশ কদর রয়েছে। ফলে জেমস রেনল্ড *তারিখে ইয়ামেনি*র ফারসি অনুবাদ থেকে ইংরেজি অনুবাদ করেন এবং সেটা ১৮০৮ সালে লন্ডনে প্রকাশিত হয়।[২৫]

নেজামাতুত তাওয়ারিখ (نظامت التواريخ)

প্রসিদ্ধ মুফাসসিরে কুরআন নাসীরুদ্দিন বায়যাভি ১২৭৫ খ্রিস্টাব্দে (৬৭৪ হি.) এই গ্রন্থটি রচনা করেছেন। গ্রন্থটিতে আদম (আ.) থেকে নিয়ে লেখকের সময়কাল পর্যন্ত ইতিহাস সন্নিবেশিত হয়েছে।[২৬] এতে চারটি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে হজরত আদম আ. থেকে নিয়ে হজরত নূহ আ. পর্যন্ত ১০ জন নবী ও শাসকদের আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৪,১৮১ বছর কয়েক মাস সময়কালের মোট ৭১ জন পারস্য সম্রাট ও শাসকের আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ৬৪৫ বছর সময়কালের মোট ৫৫ জন খলিফা ও নেতাদের নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে চতুর্থ অধ্যায়ে পরবর্তী ৪২০ বছরের ৭৬ জন সুলতান ও বাদশাহর আলোচনা করা হয়েছে।[২৭] নেজামুত তাওয়ারিখ একটি নির্ভরযোগ্য ইতিহাসের উৎসগ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এটি একমাত্র গ্রন্থ যেখানে হজরত আদম আ. থেকে নিয়ে ৬৭৪ হিজরি পর্যন্ত ইরানের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে।

তারিখে বানাকুতি (تاريخ بناكتى)

আবু সুলায়মান দাউদ বানাকুতি গ্রন্থটি রচনা করেছেন। লেখকের নামের সাথে মিল রেখে এর নাম রাখা হয় *তারিখে বানাকুতি*। গ্রন্থটি ১৩১৭ খ্রিস্টাব্দে (৭১৭ হি.) রচনা করা হয়।[২৮] এতে হজরত আদম আ.-এর সৃষ্টি থেকে নিয়ে আবু সাঈদ খানের সিংহাসনে আরোহণ পর্যন্ত ইতিহাস ও বংশনামা আলোচনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এটি সরল গদ্যরীতিতে রচিত। অপর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এর বাক্যগুলো এতটাই বালাগাত ও ফাসাহাতপূর্ণ যে, পাঠকের কাছে এর কোন বাক্য জটিল মনে হবে না। এটি মোগলযুগের একটি নির্ভরযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থ। এর আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সমকালীন ইতিহাসগ্রন্থগুলোতে শুধু ইসলামের ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। কিন্তু এ গ্রন্থে ইহুদি, খ্রিস্টান ও হিন্দুদেরও ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে।[২৯]

উপসংহার

ইলখানি যুগের সাহিত্যে তাসাওউফ ও আখলাকের পাশাপাশি আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায় তা হলো ইতিহাস। এ যুগে রচিত ইতিহাস গ্রন্থগুলোতে ইতিহাসের বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হয়েছে। পৃথিবী সৃষ্টি, আদম আ. সৃষ্টি থেকে শুরু করে শেষ নবী সা. পর্যন্ত ধারাবাহিক ইতিহাস, প্রাচীন কালের রাজা-বাদশাহদের ইতিহাস, খোলাফায়ে রাশেদীনের ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে। কেউ কেউ যুগ বা বংশভিত্তিক ইতিহাস রচনা করেছেন। যেমন সাফ্ফারি, সামানি, সাসানি, ঘুরি, দাইলামি, গাযনবি, সেলজুকি, খাওয়ারেযমি ও ইলখানি শাসকদের ইতিহাস। বিশেষ করে তৎকালীন সময়ের চেঙ্গিস খান ও তার উত্তরাধিকারীদের গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস, চাল-চলন ও সার্বিক অবস্থা, খাওয়ারিযম বাদশাহদের ইতিহাস, হালাকু খান ও তাঁর উত্তরাধীকারীদের ইতিহাস তথা বাগদাদ বিজয় থেকে গাজান খান পর্যন্ত ইতিহাস স্থান লাভ করেছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, মোঙ্গল যুগে ফারসি ভাষায় রচিত ইতিহাসের এ গ্রন্থগুলো বাংলায় অনূদিত হলে বাংলা ভাষী ইতিহাসের শিক্ষক, ছাত্র, গবেষক ও পাঠকবৃন্দ তাতে বেশ উপকৃত হবে।

তথ্যনির্দেশ

১ Tanwir Ahmad, *A Short History of Persian Literature* (Calcutta: Naaz Book Depot, 2nd Edition, 1991), p-30

২ *Ibid*, op.cit, p-30

৩ মির্জা মকবুল বেগ বাদাখশানি, *আদাবনামেয়ে ইরান* (লাহোর: নিগারিশাত, তা.বি.), পৃ. ৫৩৪।

৪ ড. রেযা যাদেহ শাফাক, *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান* (তেহরান: এনতেশারাতে অ'হাঙ্গ , ১৩৬৯ হি. শা.), পৃ. ৩৩০ ।

৫ Tanwir Ahmad, *A Short History of Persian Literature*, op.cit, p-31.

৬ *আদাব নামেয়ে ইরান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩৫।

৭ *ড. রেযা যাদেহ শাফাক, তারিখে আদাবিয়াতে ইরান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩০-৩৩১।

৮ *আদাব নামেয়ে ইরান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩৬।

৯ *A Short History of Persian Literature*, op.cit, p-31

[১০] *আদাব নামেয়ে ইরান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩৭।
[১১] *A Short History of Persian Literature*, op.cit, p-31.
[১২] *আদাব নামেয়ে ইরান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩৮; *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান*,পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩০।
[১৩] মালিকুশ শুয়ারা মুহাম্মদ তাকি বাহার, *সাবক শেনাসী*, ৩য় খণ্ড (তেহরান: চাপখানেয়ে ছেপাহার, ৬ষ্ঠ সংস্করণ,১৩৭৩ হি.শা.), পৃ. ১৭৩; *আদাব নামেয়ে ইরান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩৮।
[১৪] *আদাব নামেয়ে ইরান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩৯।
[১৫] *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩১ ।
[১৬] *আদাব নামেয়ে ইরান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪০।
[১৭] *A Short History of Persian Literature,* op.cit, p-32.
[১৮] *Ibid*, p-32.
[১৯] *আদাব নামেয়ে ইরান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪১।
[২০] Joel Waiz Lal, *An Introductory History of Persian Literature* (Delhi: The imperial book depot press,1925), P. 151.
[২১] *আদাব নামেয়ে ইরান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪১; *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩০ ।
[২২] *A Short History of Persian Literature,* op.cit,P.30.
[২৩] *আদাব নামেয়ে ইরান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪২।
[২৪] *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩০ ।
[২৫] আবু নাসর উতবি, আবুশ শারফ নাসেহ অনুদিত, আলি কাবিম সম্পাদিত, *তারিখে ইয়ামেনি* (তেহরান: চাপখানেয়ে মুহাম্মাদ আলি ফারদিন, ১৩৩৪ হি.শা.), ভূমিকা, পৃ. ৯।
[২৬] *আদাব নামেয়ে ইরান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪২।
[২৭] কাযি নাসিরুদ্দিন বায়যাভি, *নিজামুত তাওয়ারিখ* (লাহোর: এদারায়ে সাকাফাতে ইসলামিয়া, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ৩।
[২৮] *তদেব*, পৃ. ৫৪২।
[২৯] ফখরুদ্দিন আবু সুলায়মান দাউদ বানাকুতি, *তারিখে বানাকুতি* (তেহরান: চাপখানেয়ে বাহমান, ১৩৪৮ হি.শা.), জাফর শিয়ার লিখিত ভূমিকা, পৃ. বারো-পনের।